Prudent management marks the affairs of Dinajpore Bank Ltd.—Hindusthan Standard.

নির্ভয়ে টাকা আমানতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,

"দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ"

(সিডিউল্ড ও ক্লিয়ারিং)

হেড অফিস :— ১১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা

শাখাসমূহ :— জলপাইগুড়ি, রামপুরহাট, রায়গঞ্জ, জঙ্গিপুর, রাজসাহী, দিনাজপুর, পার্ব্বতীপুর, আলিপুর দুয়ার, ভবানীপুর (কলিকাতা)

স্থায়ী আমানতের বিবরণ স্থানীয় ম্যানেজারের নিকট জ্ঞাতব্য

Managing Director :—J. M. Sen, Ex. M. L. C.

Registered No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০·০—

মণিগ্রামের প্রসিদ্ধ

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন আবিষ্কৃত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—দশভুজা ঔষধালয়

মণিগ্রাম বাসন্তীতলা, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১লা অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৫৫ ইংরাজী 17th Nov. 1948 | ২৬শ সংখ্যা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক

পরিদর্শিত ও প্রশংসিত

ক্রমবর্দ্ধনশীল

নবজীবন ইন্সিওরেন্স কোং লিমিটেড

(১৯৩১ সালে স্থাপিত)

বর্ত্তমানে সমস্ত বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হার বর্দ্ধিত হইলেও এই কোম্পানীর হার বর্দ্ধিত হয় নাই। কোম্পানীর 'ব্যালান্স সিট' ইহার পরিচয় প্রদান করিবে।

গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত তহবিল এবং উপযুক্ত একচুয়ারী নিয়োগ কোম্পানীর স্থায়িত্বের দৃঢ়তা ও বীমাকারীদের সুবিধা প্রকাশ করিতেছে।

হেড অফিস : ৮০, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

মুর্শিদাবাদ জেলার চীফ এজেণ্ট :—

এস, ঘোষাল এণ্ড কোংর নিকট অনুসন্ধান করুন।

১৯০৭—১৯৪৭

'স্বদেশী যুগে'র প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক ভবন, জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রাণ মনীষী 'হিন্দুস্থান'-এর গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল,—জীবন-বীমার দ্বারা ব্যক্তি ও জাতির আর্থিক-উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে 'হিন্দুস্থান' পূর্ব্বাপর দেশবাসীর নিকট হইতে সর্ব্বান্তরিক সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে এবং গত ৪১ বৎসরের জন-সেবায় ইহা আজ ভারতের অন্যতম সর্ব্ববৃহৎ বীমা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের সোসাইটির অসামান্য সাফল্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নূতন বীমা	...	১২	কোটি	৩১	লক্ষ	টাকার উপর
মোট চল্‌তি বীমা	...	৫৫	,,	৬৩	,,	,, ,,
প্রিমিয়ামের আয়	...	২	,,	৬১	,,	,, ,,
বীমা তহবিল	...	১০	,,	৬৩	,,	,, ,,
মোট সংস্থান	...	১১	,,	৬৪	,,	,, ,,
দাবী শোধ [১৯৪৭]	...	প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা				

কিন্তু হিন্দুস্থানের গর্ব্ব তাহার এই সকল কোটি কোটি টাকার অঙ্কে নহে, সে যে তাহার অকুণ্ঠ সেবা দ্বারা অসংখ্য পরিবারের অর্থসংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে, ইহাই তাহার প্রকৃত গর্ব্বের বিষয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৫৫ সাল

বিচার

—:০:—

যুক্তিপ্রয়োগ দ্বারা ন্যায় অন্যায় নিরূপণের নাম বিচার। এই বিচারশক্তি কমবেশী প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। এই শক্তিকেই এক কথায় বিবেক বলে। বিচারশক্তি না থাকিলে মাতাল মদের বোতল লুকিয়ে আন্‌তো না। চোর আত্মগোপন করিয়া অন্যের অগোচরে চুরি কর্‌তো না। যে দুষ্কার্য্য করে তার বিবেক তাকে ব'লে দেয় এ কাজ অন্যায়। তবুও যখন ভুল স্বার্থ তাকে বিবেকের উপদেশ অগ্রাহ্য করাতে পারে তখনই সে অবিচার করে।

প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন সকল কাজ সুবিচারের সঙ্গে করিলে সেই সকল কাজ সুদীর্ঘ কালেও বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয় না। এই জন্য পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—

"সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎকৃতং।
সুদীর্ঘ কালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াং॥"

বেশ চিন্তা করিয়া যাহা বলা যায় আর সুবিচার করিয়া যাহা করা যায়, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

আজকাল "বিচার" কথাটা বলিলে আদালতের বিচার বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত বিচারালয়ের বিচারকগণের অধিকাংশই তাঁহাদের বিচার-কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিচার-কার্য্যের বিচার হয় দশের কাছে। বিচারক তাঁহার সুবিচারের জন্য সুনামের আর অবিচারের জন্য দুর্নামের ভাগী হইয়া থাকেন।

বিগত মহাযুদ্ধে পরাজিত জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিদেকী তোজো প্রমুখ নেতৃবৃন্দের যুদ্ধের সময় বর্ব্বরোচিত কার্য্য করার অপরাধের বিচার জন্য ১১টী দেশ হইতে ১১ জন বিচারক আহ্বান করিয়া বিচারকমণ্ডলী গঠন করা হয়। কয়েকদিন হইল বিচার-ফল বাহির হইয়াছে। তোজোর ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আরও ছয় জনের প্রাণদণ্ড এবং ১৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। এই রায় দানে হল্যাণ্ড হইতে আহূত ডাঃ বি, ভি, রোলিং এবং ফ্রান্স হইতে আহূত মিঃ বার্ণার্ড আংশিক মতানৈক্য প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় বিচারক শ্রীরাধাবিনোদ পাল মহাশয় পৃথক রায় দিয়া বলিয়াছেন—যুদ্ধকালে উভয় পক্ষই সমান দোষে দোষী। পরাজিত নেতাদের বিচারের সঙ্গে সকলেরই বিচার হওয়া উচিত ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক আসামীকেই নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি দেওয়া উচিত।

প্রীতি, ভীতি, স্বার্থ ও ক্রোধ পরিহার করিয়া বিচারাসনে বসা উচিত।

ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখিতে বিচারক পিতা, পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়া সস্ত্রীক পুত্রের জন্য কাতর হইয়া ক্রন্দন করিয়াছেন। এ বিচারের কথা শোনা গিয়াছে। কবর হইতে মনুষ্য-কঙ্কাল উত্তোলন করিয়া তাহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া আইনের নামে কুদৃষ্টান্ত স্থাপনের কথাও ইতিহাসে লেখা আছে।

আমরা এই বাংলার এক জমিদারের ভোজপুরী দারোয়ানের বীরত্ব ও বিচারশক্তি বর্ণনা করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া সংক্ষেপে পাঠকগণকে উপহার দিতেছি—

নদীয়া জেলার মেটেরী নামক গ্রামে রামবাবু নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। তাঁহার বাটীর সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে একটী কাঁটাল গাছের গুঁড়িতে এমনভাবে কাঁটাল ধরিত যে, পাকা কাঁটালের গন্ধ পাইয়া, শেয়ালে কাঁটাল খাইয়া ফেলিত। রামবাবুর অনেকগুলি ভোজপুরী দারোয়ান ছিল। তিনি তাঁহাদের ডাকাইয়া আদেশ দিলেন—প্রত্যহ রাত্রে কাঁটাল গাছের গোড়ায় একজন করিয়া পাহারা দিতে হইবে।

প্রথম দিন পালা পড়িল—প্রাচীন ভারতের রাজবংশোদ্ভূত অধুনা বিগত-সর্ব্বস্ব ক্ষত্রিয় বীর রঘুবর সিংহজীর। সিংজী সন্ধ্যাকালে আহারাদি শেষ করিয়া একখানি গগনভেদী বংশদণ্ড স্কন্ধে, খৈনী টিপিতে টিপিতে কাঁটাল গাছতলার মাচানে উপবেশন করিয়া মছলীখোর বাঙ্গালীর দুর্ব্বোধ্য ভাষায় রামগুণানুকীর্ত্তনে চতুষ্পার্শস্থ গৃহস্থকেও সজাগ রাখিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। যেই সিংজীর একটু তন্দ্রার সঞ্চার হইয়াছে, অমনি সুপক্ক কণ্টকীফলের সুঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া এক শৃগাল নর্দ্দমা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। মাচানের কাছেই কাঁটাল গাছ। শৃগালের পদশব্দে সদ্য তন্দ্রাগত সিংজীর চেতনা হইল। সে তাড়াতাড়ি একখানি টালি দিয়া নর্দ্দমার মুখ বন্ধ করিয়া শেয়ালের বহির্গমনের পথ রোধ করিল। এইবারে তার বংশদণ্ডখানি হস্তে লইয়া প্রাচীরের এক কোণে অবস্থিত শেয়ালকে আক্রমণার্থ ধাবিত হইল। শেয়ালও তার আক্রমণকারীকে মরণ-কামড় কামড়াইবার জন্য দন্ত-বিকাশ করিয়া উঠিল। সিংজী তখন দৌড়িয়া মাচানে উঠিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া চীৎকার আরম্ভ করিল—বাপ্‌রে! মইলিরে! জান্ গৈলোরে! গিদ্দর কাট্‌লেরে! রামবাবু তাঁহার অন্নপুষ্ট রঘুবরের এবম্প্রকার বীরত্বব্যঞ্জক সিংহনাদে বিচলিত হইয়া, খড়ম পায়ে দিয়া বাগানে আসিয়া উপস্থিত। সিংজীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, সিংজী বলিল "হুজুর গিদ্দর কাট্‌তা হ্যায়!

বাবু—গিদ্দর কাটা হ্যায়?

রঘুবর—নেই হুজুর, কাট্টেগা।

রামবাবু রঘুবরের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, শৃগালের অন্বেষণে যেই বাগানের কোণে উপস্থিত হইলেন, শৃগাল-পুঙ্গব তাঁহাকেও সিংজীর মত বীরপুরুষ ভাবিয়া, সেই দন্ত-বিকাশ করা অমনি খড়ম-পরিহিত চরণের চরম আঘাতে তার জম্বুক-লীলা সংবরণ।

রামবাবু—সিংজী! উঠো, গিদ্দর মর্ গিয়া।

সিংজী—নেই হুজুর, শালা মস্‌ক্রামি (মস্করা) কর্‌তা হ্যায়।

রামবাবু তখন শেয়ালের ল্যাজ ধরিয়া রঘুবরের সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন। এইবারে সিংজীর বিশ্বাস

হইল সত্যি সত্যি গিদ্দর মরেছে। সিংজী উঠিয়া, গোঁপে চাড়া দিয়া, তার মালকোচ্চা বেশ করিয়া আঁট সাঁট করিয়া পরিল। শেয়ালের কাছে আসিয়া তার বংশদণ্ডের মোটা দিক মুঠোর মধ্যে ধরিয়া, সরু দিক আকাশের দিকে রাখিয়া, মৃত গিদ্দরের মুখে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল—তুঁ এহি মুঁহে কটহর খাবোঁ। তুঁ এহি মুঁহে কটহর খাবোঁ!

বিজ্ঞাপন

এতদ্দ্বারা জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর অধিবাসিগণকে জানান যাইতেছে যে মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে "জঙ্গিপুর ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কন্‌সিউমার্স্ কো-অপারেটিভ সোসাইটী" নামে একটী সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির আইনানুসারে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান করা হইতেছে।

শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, "জঙ্গিপুর ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কন্‌সিউমার্স্ কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড।"

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২২শে নভেম্বর ১৯৪৮

১৯৪৮ সালের ডিক্রীজারী

৩৮৭ থাং ডিঃ তারকনাথ রায় চৌধুরী দেং সুচারিণী দাসী দিং দাবি ১৩০॥/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে ধামুয়া দিং ৭ বিশ ১০ আড়ি ধান আঃ ৫০, খং ২৭৯, ২৯, ২৩, ৯৩, ১৮, মধ্য স্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী

শোক সংবাদ

(১)

জঙ্গিপুরের উকিল শ্রীদ্বারকানাথ সাহা তাঁহার পত্নী বিয়োগের পর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ না করিয়া পাঁচটী কন্যা ও দুইটী পুত্রকে পিতার আদর ও মায়ের আদর দিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈদ্যনাথ গত ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার ১৪ বৎসর বয়সে হঠাৎ ২ দিনের অসুখে স্নেহময় পিতার স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া পিতৃবক্ষে নিদারুণ পুত্রশোক দিয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। দ্বারকানাথ বাবুকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদের নাই। যিনি তাঁহার বুকে এই দারুণ আঘাত দিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে সহ্য করিবার শক্তি দান করুন, এই কামনা করিয়া তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

---

(২)

জরুরের প্রসিদ্ধ রায়-বংশের প্রবীণতম ব্যক্তি শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় মহাশয়। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় ৭২ বৎসর। আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, তাঁহার একমাত্র আশাভরসা-স্থল পুত্র বিজয়কুমার ৪৮ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পিতামাতা, পত্নী, তিনটী পুত্র, তিনটী কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত ২৭শে কার্ত্তিক ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিজয়কুমারের গুণের কথা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বার্থপরতা কাহাকে বলে বিজয়কুমার তাহা জানিতেন না। কেবল স্বজন কেন, যিনিই একবার তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, এই দুঃসংবাদে তিনিই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। একমাত্র-পুত্র-হারা পিতামাতা, স্বামী-হারা পত্নী, পিতৃ-হারা সন্তানকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা স্বয়ং সরস্বতীরও নাই। আমরা তাঁহাদের শোকে সমবেদনা জানাইয়া পরলোকগত সদাত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

গান্ধী-স্মৃতি তহবিলে দান

আজিমগঞ্জের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীক্ষেমচাঁদ বোথরা তাঁহার ধুলিয়ানস্থ গদী হইতে ৭৫০, টাকা এবং রঘুনাথগঞ্জস্থ গদী হইতে শ্রীকেশরীচাঁদ বোথরা মারফৎ ৫০০, টাকা উক্ত তহবিলে দান করিয়াছেন। এই দান সকল সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরই অনুকরণীয়।

দোনো তরফ হ্যায় ঠিক!

—:০:—

দাহিনা হাথ্‌সে সহি কিয়া মেঁই
উহ্‌ হাথ্‌ মেরা বন্দী।
বাঁও হাথ্‌সে হরদম চলে—
ফাঁকি ফিকির ফন্দী।
পর্‌কা লেনে পর্‌ওয়া নেই হ্যায়,
ঘর্‌কা দেনা পাপ।
দাহিনা হাথ্‌ যব্‌ চুপচাপ রহে—
সবহি কসুর মাপ।
দাহিনা হাথ্‌সে সেবক মেঁই
বাঁও হাথ্‌কা বীর,
দরবার তরবার দোনো তরফসে
ঘুমা লেগা তক্‌দীর।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পেতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় কুটীর

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদমতে তরুণ ও পুরাতন এবং বহুবিধ জটিল ব্যাধির চিকিৎসা হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যস্থানে চিকিৎসা করাইয়া কোনও ফল পান নাই সেই সব রোগীকে আমার চিকিৎসা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

দি মডার্ণ আয়ুর্ব্বেদিক কার্য্যালয় ও বিদ্যালয় হইতে উপাধি প্রাপ্ত

কবিরাজ শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী,
এম, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ
গাঙ্গিন, পোঃ সুরপুর, (মুর্শিদাবাদ)

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

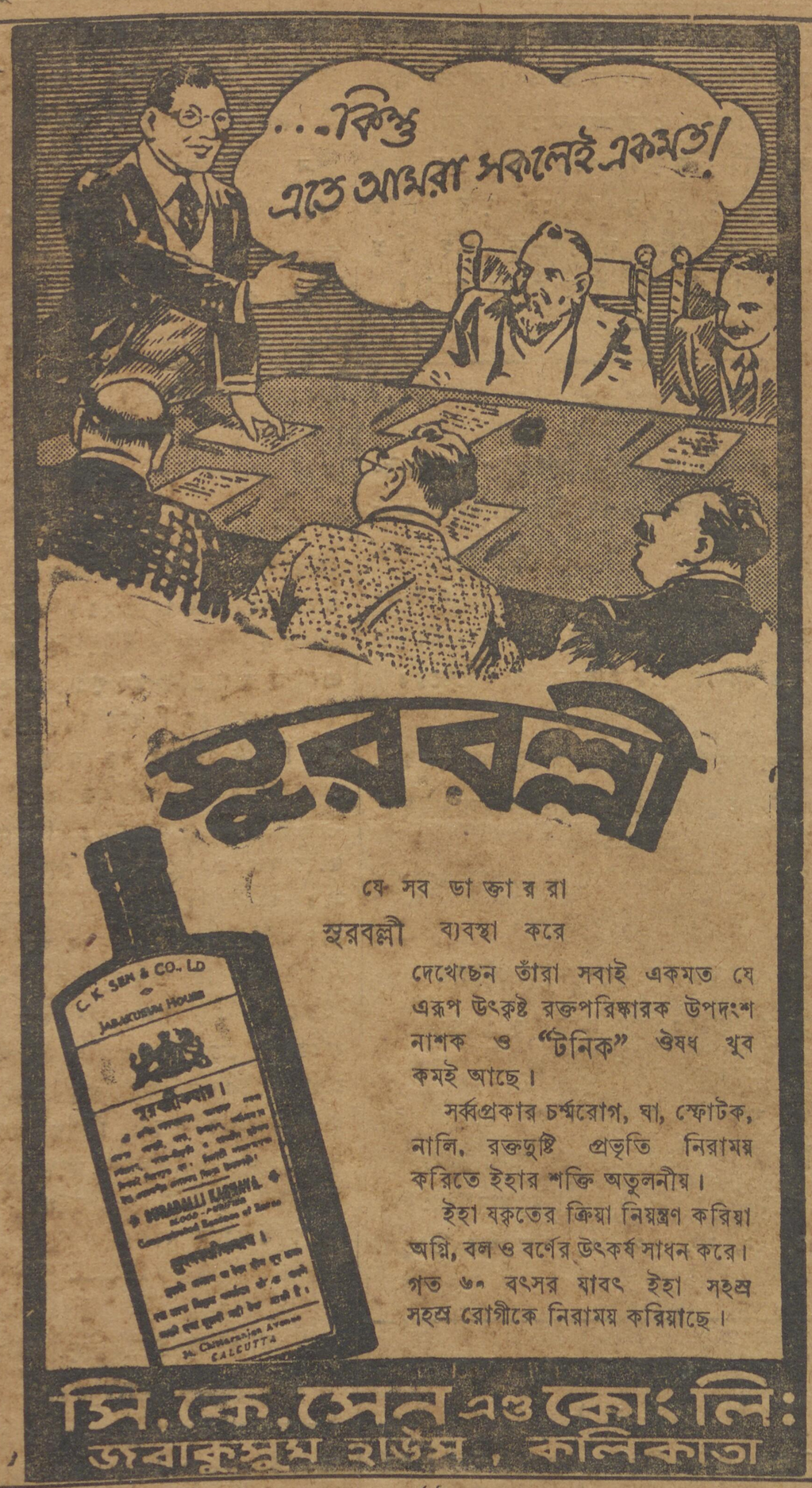

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তার রা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি অন্তর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুজ আরোগ্য হয়

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ